রুমাল

রমানাথ রায়

আমার ঘরে দুটো জানলা। জানলা দুটো রাস্তার দিকে। জানলায় লোহার শিক লাগানো। একটা জানলায় একটা শিক নেই। সেই জায়গাটা হাঁ হয়ে আছে। ওখানে শিক লাগাব লাগাব করে আজো লাগানো হয়নি। ফলে ওই ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রবারের ছোট বল, ইটের টুকরো উড়ে আসে। তবে কোনোদিন লোহার খুন্তি উড়ে আসবে তা ভাবতে পারিনি। তাই যেদিন সকালবেলা অফিস যাওয়ার সময় একটা লোহার খুন্তি আমার মাথার ওপর দিয়ে ঘরের মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল সেদিন খুব অবাক হলাম। বুঝতে পারলাম না লোহার খুন্তি কোত্থেকে উড়ে এল। চেয়ার ছেড়ে জানলায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে সারি সারি ফ্ল্যাটবাড়ি। প্রত্যেক ফ্ল্যাটেই একটা করে ব্যালকনি আছে। আমার ধারণা সামনের কোনো ফ্ল্যাট থেকে খুন্তিটা উড়ে এসেছে। কিন্তু কোন ফ্ল্যাট থেকে? আমি ফ্ল্যাটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট পরে সামনের ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে শ্যামলবাবু এসে দাঁড়ালেন। রাস্তার দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। শ্যামলবাবু আমার বন্ধুর মতো। আমি শ্যামলবাবুকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু খুঁজছেন?

শ্যামলবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ।

—কী?

—একটা খুন্তি।

আমি ঘরের মেঝে থেকে খুন্তিটা কুড়িয়ে শ্যামলবাবুকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি?

শ্যামলবাবু বললেন, হ্যাঁ।

আমি এবার বললাম, আজ কপালজোরে বেঁচে গেছি। খুন্তিটা আর একটু হলে আমার মাথায় লাগত।

শ্যামলবাবু বললেন, আমিও বেঁচে গেছি।

—কী ব্যাপার?

—পরে বলব। সন্ধেবেলা বাড়ি থাকবেন?

—থাকব।

সন্ধেবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে শ্যামলবাবুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু শ্যামলবাবু এলেন না। শুধু সেদিন নয়, পরদিনও এলেন না। এমনকি তার পরদিনও না। কী হল শ্যামলবাবুর? শ্যামলবাবু কি কলকাতায় নেই? কোথাও কোনো কাজে গেছেন? ঠিক করলাম আরও দু একদিন দেখব, তারপর শ্যামলবাবুর ফ্ল্যাটে যাব, খোঁজ নেব। তবে খোঁজ নিতে আর হল না। তার আগেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সবে নিজের ঘরে ঢুকে বিশ্রাম করছি, এমন সময় একটা কুকুর ঘরে ঢুকে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আমাকে রীতিমতো চমকে দিয়ে মানুষের গলায় বলে উঠল, আমাকে চিনতে পারছেন?

উত্তরে কী বলব তা বুঝতে না পেরে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। কুকুরটা আগের মতোই মানুষের গলায় বলল, আমি শ্যামল, আপনার বন্ধু।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, আপনি শ্যামলবাবু!

—হ্যাঁ।

--তা, আপনার এ অবস্থা হল কেন?

--হল আমার স্ত্রীর জন্যে।

—স্ত্রীর জন্যে!

--হ্যাঁ। আমার স্ত্রী কামাখ্যায় গিয়ে ডাকিনীবিদ্যা শিখে এসেছে। সে যাকে খুশি কুকুর বা বিড়াল করে দিতে পারে।

এ কথায় না হেসে পারলাম না। বললাম, যাহ্! এসব আবার হয় নাকি!

শ্যামলবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, কী বলছেন আপনি! চোখের সামনে জলজ্যান্ত আমাকে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না!

ঠিক, অবিশ্বাস করার কারণ নেই। তবু বিশ্বাস করতে মন চায় না। তাই বললাম, দেখুন, কথাসরিৎসাগরে এরকম অনেক গল্প পড়েছি। আজকের যুগেও এসব ঘটে?

শ্যামলবাবু জোর দিয়ে বললেন, ঘটে, ঘটালেই ঘটে। আজকের অনেক লেখকের গল্পে এসব হামেশা ঘটছে।

শ্যামলবাবু শিক্ষিত লোক। এ কারণে শ্যামলবাবুর কথার প্রতিবাদ করলাম না। তবে জানতে চাইলাম, কিন্তু আপনার স্ত্রী আপনাকে কুকুর করে দিল কেন?

—আমার স্ত্রী ব্যভিচারিণী। তার ব্যভিচারে বাধা দিতাম বলে মাঝে মাঝে আমার ওপর অসম্ভব রেগে যেত। রেগে গিয়ে বিচ্ছিরি ভাষায় গালমন্দ করত, হাতা-খুন্তি বেলনা ছুড়ে মারত। আর মারত যে তার প্রমাণ আপনি পেয়েছেন। তবে এইভাবে দিনের পর দিন আমার ওপর অত্যাচার করেও শান্ত হয়নি, শেষে আমাকে কুকুর করে দিল। আমি কদিন

ধরেই আপনার কাছে আসার চেষ্টা করছিলাম। আজ একটা সুযোগ পেয়ে চলে এসেছি।

--কিন্তু আমি কী করতে পারি?

--আপনি অনুগ্রহ করে আমার একটা উপকার করুন।

--কী উপকার?

--আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে আপনি এমন একজন বিবাহিত পুরুষের ব্যবহার করা রুমাল নিয়ে আসুন যে নিজের স্ত্রীকে ছাড়া আর কোনো নারীর কথা স্বপ্নেও ভাবেনি।

--ওই রুমাল দিয়ে কী হবে?

--ওই রুমাল আমার মাথায় ঠেকালে আমি আবার মানুষ হব।

--ঠিক আছে, চেষ্টা করব।

শ্যামলবাবু অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে বললেন, চেষ্টা করব বললে চলবে না। ওই রুমাল জোগাড় করতেই হবে। আর মনে রাখবেন, হাতে মাত্র সাতদিন আছে। এর মধ্যে যদি ওই রুমাল জোগাড় করা না যায় তাহলে আমাকে সারাজীবন কুকুর হয়ে থাকতে হবে।

তিন

কোন স্বামী চরিত্রবান, আর কোন স্বামী চরিত্রহীন তা বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল। কারণ স্বামীরা স্ত্রীদের কাছে পত্নীগত প্রাণ। আর স্ত্রীদের অগোচরে স্বামীরা কী করে বেড়ায় তা স্ত্রীরা সচরাচর বুঝতে পারে না। সব স্বামীই আমার মতো। সুন্দরী মহিলা দেখলে আকৃষ্ট হয়। তার সঙ্গে নানা অছিলায় ভাব করার চেষ্টা করে। বিবাহিতা-অবিবাহিতা-বিধবা মানে না। কেন এরকম হয় তা জানি না। যেমন, আমার স্ত্রী এখন এলাহাবাদে। এলাহবাদ তার বাপের বাড়ি। আমি মনে মনে চাই স্ত্রী বেশ কিছুদিন বাপের বাড়ি থাকুক। থাকলে আমি কিছুদিন শান্তিতে রেবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারব।

রেবা আমাদের অফিসে কাজ করে, ওর চোখ দুটো ভারি সুন্দর। ওর চোখের দিকে তাকালে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় রেবা যদি আমার স্ত্রী হত তাহলে আমি কত সুখী হতে পারতাম। তবে তা হবার নয়। অতএব আপাতত রেবার কথা না ভাবাই ভালো। এখন শ্যামলবাবুর কথা ভাবা যাক। ভাবা যাক, শ্যামলবাবুর জন্যে কার কাছে যাওয়া যায়। চরিত্রবান স্বামী এখন কোথায় পাই? ভাবতে ভাবতে বাবার কথা মনে পড়ল। পড়তেই উল্লসিত হলাম। হু-র-রে! বাবার মত চরিত্রবান পুরুষ আমি জীবনে দেখিনি। সুতরাং বাবার রুমালই শ্যামলবাবুকে মানুষ করে তুলতে পারে। আর বাবার রুমালে কাজ না হলে জ্যাঠা আছে, কাকা আছে, পিসে আছে, মেসো আছে, মামা আছে। চিন্তার কিছু নেই।

আমার চরিত্র শুদ্ধ না হলেও, আমার গুরুজনেরা নিশ্চয় শুদ্ধ চরিত্রের মানুষ। গুরুজনদের ওপর আমার এখনো অগাধ শ্রদ্ধা আছে।

আমার বাবা চন্দননগরে থাকে। আমি প্রথমে বাবার কাছে গেলাম। বাবাকে বললাম, তোমার রুমালটা দাও তো।

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার রুমাল দিয়ে কী হবে?

—দরকার আছে।

—কী দরকার?

—পরে বলব।

বাবা আমাকে খুব ভালোবাসে। তাই আর কিছু জিজ্ঞেস না করে নিজের প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার হাতে তুলে দিল। তারপর এই একইভাবে একে একে জ্যাঠা, কাকা, পিসে, মেসো, মামা এবং আরও অনেকের কাছ থেকে রুমাল সংগ্রহ করতে লাগলাম।

চার

তিনদিন পরে শ্যামলবাবু চার পায়ে আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, কাজ কতদূর এগিয়েছে?

বললাম, অনেকটা।

শ্যামলবাবু কৃতজ্ঞ হয়ে বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ।

হেসে বললাম, এখনই ধন্যবাদ দেবার সময় হয়নি। আগে মানুষ হন, তারপর ধন্যবাদ দেবেন।

শ্যামলবাবু আর কিছু বললেন না। আমি তখন আধঘন্টা ধরে যত রুমাল সংগ্রহ করেছিলাম সব একে একে শ্যামলবাবুর মাথায় ঠেকালাম। কিন্তু শ্যামলবাবুর কোনো পরবির্তন হল না। আমি বিস্মিত হলাম। আমার আত্মীয়স্বজনেরা কি সকলেই আমার মতো! এঁদের একজনও কি শুদ্ধ চরিত্রের মানুষ নন! স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সকলেই মনে মনে অন্য নারীর স্বপ্ন দেখে! এমনকি আমার বাবাও! ভাবতে কষ্ট হল। বাবা, যাঁকে ছেলেবেলা থেকে এত শ্রদ্ধা করে এসেছি, তিনিও ব্যভিচারী! মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

শ্যামলবাবু এই সময় বললেন, আপনার নিজের রুমালটা যদি একবার...

—লাভ নেই। আমিও এঁদের মতো।—বলে একটু থেমে বললাম, আচ্ছা, শ্যামলবাবু আপনার নিজের রুমালটা যদি নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে...

শ্যামলবাবু আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমিও আপনার মতো।

তা শুনে বললাম, তাহলে আমাদের স্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হতেই পারে। তাদের দোষ

দেওয়া যায় না।

শ্যামলবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তাহলে কি হবে? আমাকে কি সারাজীবন কুকুর হয়ে থাকতে হবে?

আমি এর উত্তরে বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। একটু পরে শ্যামলবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, চার দিন পর আপনি আর একবার আসুন। দেখি, কী করা যায়।

শ্যামলবাবু বিষণ্ণ গলায় বললেন, আসব। তবে সেদিন কিছু না হলে আমাকে সারাজীবন কুকুর হয়েই থাকতে হবে। কোনোদিন আর মানুষ হতে পারব না।

আমি বললাম, আমার দিক দিয়ে চেষ্টার ক্রটি হবে না। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

পাঁচ

অফিস কামাই করে আবার রুমাল সংগ্রহের কাজে নেমে পড়লাম।

ট্যাক্সি করে চেনা অল্প-চেনা সমস্ত বিবাহিত মানুষের বাড়ি গেলাম, অফিস গেলাম। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে রুমাল সংগ্রহ করলাম। করে নিরস্ত হলাম না। রাস্তায়, ট্রামে-বাসে, রেস্তরাঁয় বয়স্ক অচেনা লোক দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি বিবাহিত?

—হ্যাঁ।

—অনুগ্রহ করে একটা উপকার করবেন?

—কী উপকার?

—আপনার পকেট থেকে রুমালটা দেবেন?

—রুমাল কী হবে?

—খুব দরকার। আমি এর জন্যে পয়সা দেব।

—কিন্তু দরকারটা কী?

—সেটা না বলাই ভালো। শুধু বলতে পারি, এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।

কথার পর কেউ মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। কেউ আবার পয়সা নিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার হাতে তুলে দিল। অনেকে রুমাল দিল, কিন্তু পয়সা নিল না। এইভাবে কত রুমাল যে ঘরে আনলাম তা বলতে পারব না। শুধু দেখলাম, সারাঘর রুমালে ভর্তি হয়ে গেছে।

নির্দিষ্ট দিনে শ্যামলবাবু এসে হাজির হলেন। হয়ে ঘর ভর্তি রুমাল দেখে খুশি হলেন। বুঝলেন, আমি তাঁর জন্যে কত পরিশ্রম করেছি।

শ্যামলবাবু বললেন, এবার কাজ শুরু করুন।

আমি সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করলাম। একটার পর একটা রুমাল শ্যামলবাবুর

মাথায় ঠেকাতে লাগলাম, আর ছুড়ে ফেলতে লাগলাম। ফেলতে ফেলতে হঠাৎ এক সময় খেয়াল হল শ্যামলবাবু বদলে যাচ্ছেন। তাঁর শরীর মানুষের মতো হয়ে উঠছে। আমি বিস্ময়ে আনন্দে শ্যামলবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। শ্যামলবাবু আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠলেন। তাঁকে দেখতে ঠিক আগের মতো হল।

শ্যামলবাবু বললেন, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তবে একটা অনুরোধ, ওই পবিত্র রুমালটা আমায় দেবেন?

তাই তো! কোথায় ফেললাম রুমালটা? চারদিকে রুমালের স্তূপ। এর মধ্যে ওই রুমালটা কীভাবে খুঁজে বের করব!